329 - হস্তমথৈুনরে হুকুম এবং এটা থকেে বাঁচার উপায়

প্রশ্ন

আমার একটি প্রশ্ন আছে, আমি সে প্রশ্নটি পশে করতে লজ্জাবোধ করছি। এক বোন নতুন ইসলাম গ্রহণ করছেনে। তনিি প্রশ্নটরি জবাব জানতে চান। কুরআন-হাদসিরে দললি ভত্তিকি এ প্রশ্নরে জবাব আমার জানা নইে। আমি আশা করব, আপনারা আমাদরেকে সহযোগতিা করবনে। আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি, যদি আমার প্রশ্নটি অশালীন হয় তাহলে তনিি যনে আমাকে ক্ষমা করে দনে। কন্তিু, মুসলমি হসিবেে জ্ঞানার্জনে আমাদরে লজ্জাবোধ করা উচতি নয়।

সে বোনরে প্রশ্ন হচ্ছে– হস্তমথৈুন করা কি ইসলামে জায়যে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক. কুরআনে কারীম:

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলনে: ইমাম শাফয়েি এবং যারা তাঁর সাথে একমত পোষণ করছেনে তারা সবাই এ আয়াত দয়িে হস্তমথৈুন হারাম হওয়ার পক্ষে দললি দয়িছেনে। আয়াতটরি ভাবানুবাদ হচ্ছে-

“আর যারা নজিদেরে যৌনাঙ্গকে হফোযত করে। নজিদেরে স্ত্রী বা মালকিানাভুক্ত দাসীগণ ছাড়া; এক্ষত্রেে (স্ত্রী ও দাসীর ক্ষত্রে) অবশ্যই তারা নন্দিতি নয়। যারা এর বাইরে কছিু কামনা করবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।”[সূরা মুমনিুন, আয়াত: ৫-৬]

ইমাম শাফয়েি ‘নকিাহ অধ্যায়ে’ বলনে: ‘স্ত্রী বা দাসী ছাড়া অন্য সবার থকেে লজ্জাস্থান হফোযত করা’ উল্লখে করার মাধ্যমে স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য কউে হারাম হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি সুস্পষ্ট। এরপরও আয়াতটকিে তাগদি করতে গয়িে আল্লাহ্ তাআলা বলনে (ভাবানুবাদ): “যারা এর বাইরে কছিু কামনা করবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।” সুতরাং স্ত্রী বা দাসী ছাড়া অন্য কোন ক্ষত্রেে পুরুষাঙ্গ ব্যবহার করা বধৈ হবে না, হস্তমথৈুনও বধৈ হবে না। আল্লাহ্ই ভাল জাননে।[ইমাম শাফয়েি রচতি ‘কতিাবুল উম্ম’]

কোন কোন আলমে এ আয়াত দয়িে দললি দনে: “যারা ববিাহে সক্ষম নয়, তারা যনে সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তাদরেকে অভাবমুক্ত করে দনে।”[সূরা নূর, আয়াত: ৩৩] এ আয়াতে সংযমরে নর্দিশে দয়োর দাবী হচ্ছে– অন্য সবকছিু থকেে ধর্যৈ ধারণ করা।

দুই. সুন্নাহ্:

আলমেগণ এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) এর হাদসি দয়িে দললি দনে যে, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে আমরা এমন কছিু যুবকে ছলিাম যাদরে কছিু ছলি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: হে যুবকরো! তোমাদরে মধ্যকার যার باءة (বয়িরে খরচ বহন ও শারীরকি সামর্থ্য) রয়ছেে সে যনে বয়িে করে ফলেে। কনেনা, তা তার দৃষ্টি নম্নিগামী রাখতে ও লজ্জাস্থানকে হফোজত করায় সহায়ক হয়। আর যে ববিাহরে সামর্থ্য রাখে না, সে যনে রোজা রাখে। কারণ তা যৌন উত্তজেনা প্রশমনকারী।”[সহীহ বুখারী (৫০৬৬)]

শরয়িত প্রণতো, বয়িে করতে অক্ষম হলে কষ্ট হওয়া সত্ত্বওে রোযা রাখার পরামর্শ দয়িছেনে। হস্তমথৈুন করার পরামর্শ দনেনি। যদওি হস্তমথৈুনরে প্রতি আগ্রহ বশেি থাকে, হস্তমথৈুন করা রোযা রাখার চয়েে সহজ। কন্তিু তদুপরি তনিি সে অনুমতি দনেনি।

এ মাসয়ালায় আরও অনকে দললি আছে। আমরা এ দললিগুলো উল্লখে করাই যথষ্টে মনে করছি।

হস্তমথৈুনে লপ্তি ব্যক্তি কভিাবে এর থকেে মুক্তি পতেে পারনে এ সম্পর্ক নম্নিে আমরা কছিু উপদশে ও পদক্ষপে উল্লখে করব:

১। এই অভ্যাস থকেে বাঁচার প্ররেণা যনে হয় আল্লাহ্র নর্দিশে পালন ও তাঁর অবাধ্যতা থকেে বরিত থাকা।

২। স্থায়ী সমাধান তথা বয়িরে মাধ্যমে এ অভ্যাসকে প্রতরিোধ করা। কারণ এটাই ছলি যুবকদরে প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপদশে।

৩। নানা রকম কু-চন্তিা ও খারাপ ভাবনা থকেে দূরে থাকা। দুনয়িা বা আখরোতরে কল্যাণকর চন্তিায় নজিকেে ব্যস্ত রাখা। কারণ কু-চন্তিাকে বাড়তে দলিে সটো এক পর্যায়ে কর্মরে দকিে নয়িে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে তা নয়িন্ত্রয়রে বাইরে গয়িে অভ্যাসে পরণিত হয়ে যায়। তখন তা থকেে মুক্ত হওয়া কঠনি হয়ে পড়ে।

৪। দৃষ্টকিে নত রাখা। কারণ কোন ব্যক্তি বা অশ্লীল ছবরি দকিে দৃষ্টপিাত করা, সটো জীবতি মানুষরে হোক কংিবা আঁকা হোক, বাঁধহীন দৃষ্টি ব্যক্তকিে হারামরে দকিে নয়িে যায়। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: “মুমনিদরেকে বলুন, তারা যনে তাদরে দৃষ্টি নত রাখে”[সূরা নূর, আয়াত: ৩০] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “তুমি দৃষ্টরি পর দৃষ্টি দবিে না”[সুনানে তরিমযিি (২৭৭৭), আলবানী হাদসিটকিে ‘হাসান’ বলছেনে] তাই প্রথম দৃষ্টি, যে দৃষ্টি হঠাৎ করে পড়ে যায় সটোতে গুনাহ না থাকলওে দ্বতিীয় দৃষ্টি হারাম। এছাড়া যে সব স্থানে যৌন উত্তজেনা জাগয়িে তোলার উপকরণ বদ্যিমান থাকে সসেব স্থান থকেে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫। নানাবধি ইবাদতে মশগুল থাকা। পাপকাজ সংঘটতি হওয়ার মত কোন অবসর সময় না রাখা।

৬। এ ধরণরে কু-অভ্যাসরে ফলে যসেব শারীরকি ক্ষতি ঘটে থাকে সগেুলো থকেে শক্ষিা গ্রহণ করা। যমেন- দৃষ্টশিক্তি ও স্নায়ুর দুর্বলতা, প্রজনন অঙ্গরে দুর্বলতা, মরেুদণ্ডরে ব্যথা ইত্যাদি যসেব ক্ষতরি কথা চকিৎিসকরা উল্লখে করে থাকনে। অনুরূপভাবে বভিন্নি মানসকি ক্ষতি; যমেন- উদ্বগে-উৎকণ্ঠা, মানসকি পীড়া অনুভব করা। এর চয়েে বড় ক্ষতি হচ্ছে- নামায নষ্ট করা। যহেতেু বারবার গোসল করা লাগে, যা করা কঠনি। বশিষেতঃ শীতরে রাত্রতিে। অনুরূপভাবে রোযা নষ্ট করা।

৭। ভুল দৃষ্টভিঙ্গরি প্রতি পরতিুষ্টি দূর করা। কারণ কছিু কছিু যুবক ব্যভচিার ও সমকামতিা থকেে নজিকেে রক্ষা করার ধুয়া তুলে এই কু-অভ্যাসকে জায়যে মনে করে। অথচ হতে পারে সে যুবক ব্যভচিার ও সমকামতিার নকিটবর্তী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

৮। কঠনি ইচ্ছা ও শক্ত সদ্ধিান্ত দয়িে নজিকেে সুরক্ষতি রাখা। শয়তানরে কাছে হার না মানা। একাকী না থাকা; যমেন একাকী রাত কাটানো। হাদসিে এসছেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন পুরুষকে একাকী রাত কাটাতে নষিধে করছেনে।[মুসনাদে আহমাদ, হাদসিটি ‘সহহিুল জামে’ তে রয়ছেে]

৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নর্দিশেতি প্রতকিার পদ্ধতি গ্রহণ করা; সটো হচ্ছে– রোযা রাখা। কনেনা রোযা যৌন উত্তজেনাকে প্রশমতি করে এবং যৌন চাহদিাকে পরশিীলতি করে। এর সাথে উদ্ভট আচরণ থকেে সাবধান থাকা; যমেন- হস্তমথৈুন পুনরায় না করার ব্যাপারে শপথ করা কংিবা মানত করা। কারণ যদি কউে পুনরায় করে ফলেে তাহলে সে ব্যক্তি পাকাপোক্ত-শপথ ভঙ্গকারী হসিবেে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যৌন উত্তজেনা নরিোধক ঔষধ সবেন না করা। কনেনা এসব ঔষধ সবেনে শারীরকি ঝুঁকি আছে। তাছাড়া যৌন উত্তজেনা একবোরে নঃিশষে করে ফলেে এমন কছিু সবেন করা থকেে হাদসিে নষিধোজ্ঞা সাব্যস্ত হয়ছেে।

১০। ঘুমানোর সময় ইসলামী আদবগুলো মনেে চলা। যমেন- ঘুমানোর দোয়াগুলো পড়া, ডান পার্শ্বে কাত হয়ে শোয়া, পটেরে উপর ভর দয়িে না-ঘুমানো; যহেতেু এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নষিধে আছে।

১১। ধর্যৈ ও সংযমরে গুণে নজিকেে ভূষতি করা। কারণ হারাম কাজ থকেে ধর্যৈ রাখা আমাদরে উপর ফরয; যদওি আমাদরে মাঝে সগেুলো করার চাহদিা থাকে। আমাদরে জানা উচতি, যদি আমরা নজিকেে সংযমী রাখার চষ্টো করি তাহলে পরশিষেে সটো ব্যক্তরি অবচ্ছিদ্যে আখলাকে পরণিত হবে। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি সংযম অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাকে সংযমী বানয়িে দবিনে, যে ব্যক্তি অমুখাপক্ষেী থাকার চষ্টো করবনে আল্লাহ্ তাকে অমুখাপক্ষেী বানয়িে দবিনে, যে ব্যক্তি ধর্যৈ রাখার চষ্টো করবনে আল্লাহ্ তাকে ধর্যৈশীল বানয়িে দবিনে। কোন মানুষকে ধর্যৈরে চয়েে প্রশস্ত ও কল্যাণকর আর কোন দান দয়ো হয়নি।”[সহহি বুখারী (১৪৬৯)]

১২। কউে যদি এই গুনাহটি করে ফলেে তাহলে তার উচতি অনতবিলিম্বে তওবা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, নকেীর কাজ করা এবং ক্ষমাপ্রাপ্তরি ব্যাপারে হতাশ না হওয়া। কনেনা এ পাপটি একটি কবরিা গুনাহ।

১৩। সর্বশষে, নঃিসন্দহেে আল্লাহ্র কাছে ধর্ণা দয়ো, দোয়ার মাধ্যমে তাঁর কাছে মনিতি করা, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এই কু-অভ্যাস থকেে বাঁচার সবচয়েে বড় উপায়। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা দোয়াকারীর ডাকে সাড়া দনে। আল্লাহ্ই ভাল জাননে।